বাঁওড়রে উন্নয়ন ও জলেদেরে জীবকিা সমৃদ্ধ করতে ৪৭ কোটি টাকার প্রকল্প

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 22 October 2026, 06:04 PM | বভিাগ: সারাদশে

দশেরে দক্ষণি-পশ্চমিাঞ্চলরে চার জলোর ২৯টি বাঁওড়রে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মাছরে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রকৃত মৎস্যজীবীদরে জীবনমান উন্নয়নে ৪৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করছে মৎস্য অধদিপ্তর। পাঁচ বছর ময়োদি ‘নর্িবাচতি বাঁওড় এলাকায় সমাজভত্তিকি মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক এ প্রকল্পরে মাধ্যমে বাঁওড় খনন, মাছরে অভয়াশ্রম প্রতষ্ঠিা, পোনা উৎপাদন অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশকি্ষণ ও সমাজভত্তিকি ব্যবস্থাপনা জোরদাররে পরকিল্পনা রয়ছে। যশোর, ঝনিাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টয়িা জলোর বাঁওড়গুলোতে মাছরে উৎপাদন অন্তত ১০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য নর্িধারণ করা হয়ছে।

মৎস্য ও প্রাণসিম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গছে, ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকাররে সময় যশোররে জলো প্রশাসক ওই অঞ্চলরে বাঁওড়গুলোতে মাছরে উৎপাদন বাড়াতে প্রকল্প গ্রহণরে উদ্যোগ ননে। এর ধারাবাহকিতায় গত বছররে ডসিম্বেরে জলো প্রশাসকরে সভাপতত্বি অনুষ্ঠতি সভায় মন্ত্রণালয়রে অতরিক্তি সচবি, যুগ্ম সচবি, মৎস্য বভিাগরে প্রতনিধিি ও স্থানীয় ব্যক্তরিা অংশ ননে।

সভায় প্রকল্প গ্রহণরে বষিয়ে সদ্ধিান্ত হয়। চলতি বছররে জানুয়ারতিে তৎকালীন সচবিরে সভাপতত্বিে অনুষ্ঠতি সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন পায়। পরে প্রকল্পরে জনবল কাঠামো অনুমোদনরে জন্য অর্থ বভিাগে প্রস্তাব পাঠানো হয়। বর্তমান সরকাররে সময়ে জনবল কাঠামোর অনুমোদন পাওয়ার পর প্রকল্পরে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডপিপিি) পরকিল্পনা কমশিনে পাঠানো হয়ছে। বর্তমানে প্রকল্পটরি ব্যয় ও কার্যক্রম মূল্যায়নরে অপক্ষোয় রয়ছে।

জানা গছে, প্রকল্পরে আওতায় পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া বাঁওড়রে নর্িবাচতি অংশ খনন করে গভীরতা ও পানি ধারণক্ষমতা বাড়ানোর পরকিল্পনা রয়ছে। এ খাতে ১১ কোটি ২১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা প্রস্তাব করা হয়ছে। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমওে মাছরে বসবাস ও বড়েে ওঠার উপযোগী পরবিশে তরৈি হবে বলে আশা করা হচ্ছ।

দশেীয় প্রজাতরি মাছ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতকি প্রজনন নশ্চিতি করতে ২৯টি বাঁওড়ে অভয়াশ্রম প্রতষ্ঠিায় ২ কোটি ৩২ লাখ টাকা প্রস্তাব করা হয়ছে। এ ছাড়া বদ্যিমান ৩৫টি পোনা উৎপাদন পুকুর সংস্কারে ১ কোটি ৭৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকা, খামার যান্ত্রকিীকরণে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং পানি সরবরাহরে জন্য ছয়টি গভীর নলকূপ স্থাপনে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়রে পরকিল্পনা রয়ছে।

বাঁওড় ব্যবস্থাপনা, প্রশকি্ষণ, পোনা সরবরাহ ও সম্প্রসারণসবোর অবকাঠামো উন্নয়নরে অংশ হসিবে জরাজীর্ণ ছয়টি বাঁওড় ব্যবস্থাপকরে অফসি ভবন পুনর্নর্িমাণে ৭ কোটি ৩১ লাখ ৮ হাজার টাকা প্রস্তাব করা হয়ছে। পাশাপাশি পাঁচ বছরে ২৯০টি বলি নার্সারি স্থাপনে ২ কোটি ৯০ লাখ টাকা এবং রুইজাতীয় ও দশেীয় প্রজাতরি মাছরে পোনা অবমুক্তকরণে পৃথকভাবে ৭ কোটি ৬১ লাখ ৯৩ হাজার টাকার সংস্থান রাখা হয়ছে। বলি নার্সাররি মাধ্যমে পোনা লালন-পালন ও উৎপাদন কার্যক্রম বাড়ানোর পাশাপাশি নর্িধারতি জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করে মাছরে উৎপাদন বৃদ্ধরি উদ্যোগ নওেয়া হব। প্রকল্পরে সরঞ্জাম খাতে আট লাখ টাকা প্রস্তাব করা হয়ছে। এ খাতে চারটি ডস্কেটপ কম্পউিটাররে পাশাপাশি দুটি ল্যাপটপ, চারটি প্রন্টিার ও আনুষঙ্গকি সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত রয়ছে।

প্রস্তাবতি প্রকল্পে জলাশয় খনন, অভয়াশ্রম প্রতষ্ঠিা, পোনা উৎপাদন, পানি সরবরাহ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশকি্ষণরে মতো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়ছে। এর মাধ্যমে শুধু মাছরে উৎপাদন বাড়ানো নয়, বরং বাঁওড়রে প্রাকৃতকি পরবিশে সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে টকেসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পরকিল্পনা রয়ছে।

জানতে চাইলে মৎস্য ও প্রাণসিম্পদ মন্ত্রণালয়রে সচবি মো. দলোয়ার হোসনে বলনে, বাঁওড়গুলোতে

মাছরে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় মৎস্যজীবীদরে সম্পৃক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাই এ প্রকল্পরে লক্ষ্য। নর্িবাচতি জলাশয় চহ্নিতি করে অভয়াশ্রম প্রতষ্ঠিা, মাছরে নরিাপত্তায় নজরদারি এবং স্থানীয় মানুষকে প্রশক্ষিণ দওেয়ার পরকিল্পনা রয়ছে।ে

তনিি বলনে, অভয়াশ্রমরে নর্িধারতি এলাকায় মাছ আহরণ নয়িন্ত্রতি থাকব,ে যাতে মাছরে প্রাকৃতকি প্রজনন ও বংশবস্তিাররে সুযোগ তরৈি হয়। বর্ষা মৌসুমে মাছ আশপাশরে নদী ও বলিে ছড়য়িে পড়লে সখোন থকেে স্থানীয় জলেরো মাছ আহরণ করতে পারবনে। এর মাধ্যমে মাছরে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদরে জীবকিায় দীর্ঘময়োদি সুফল পাওয়ার প্রত্যাশা রয়ছে।ে প্রকল্পটরি প্রস্তাবতি ব্যয় ও বভিন্নি কার্যক্রমরে প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে মূল্যায়নাধীন। প্রকল্প মূল্যায়ন কমটিরি (পইিসি) সভায় এসব বষিয় পর্যালোচনার পর পরবর্তী সদ্ধিান্ত নওেয়া হব।ে

মৎস্য অধদিপ্তররে মহাপরচিালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. খালদে কনক বলনে, এটি একটি সমাজভত্তিকি মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প। দীর্ঘদনি ধরে বাঁওড়রে জলেদেরে জীবনমান উন্নয়নে এ ধরনরে প্রকল্পরে ঘাটতি রয়ছে।ে অনকে বাঁওড় অগভীর হয়ে যাওয়ায় মাছরে বসবাস ও উৎপাদনরে পরবিশেও ক্ষতগ্রিস্ত হয়ছে।ে প্রকল্পরে মাধ্যমে জলাশয়রে উন্নয়ন এবং সমাজভত্তিকি ব্যবস্থাপনার কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নওেয়া হয়ছে।ে

তনিি বলনে, বাঁওড়রে প্রকৃত মৎস্যজীবীদরে তালকিা হালনাগাদ করাও প্রকল্পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। নব্বইয়রে দশকে গঠতি মৎস্যজীবী সমতিগিুলোর সদস্যতালকিা দীর্ঘদনি ধরে হালনাগাদ হয়নি। প্রকল্পরে মাধ্যমে প্রকৃত মৎস্যজীবীদরে অন্তর্ভুক্তি, তাঁদরে অধকিার প্রতষ্ঠিা এবং মাছ আহরণরে সুফল সুষমভাবে বণ্টনরে সুযোগ তরৈি হব।ে পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরচিালনায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও লজস্টিকি সহায়তা নশ্চিতি করার পরকিল্পনা রয়ছে।ে তবে এ প্রকল্পরে উল্লখিতি অঙ্কগুলো প্রস্তাবতি ব্যয়। অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা, সরঞ্জামরে স্পসেফিকিশেন ও দর এবং জনবলরে যথার্থতা মূল্যায়ন ও যৌক্তকিীকরণরে বষিয় রয়ছে।ে

সংশ্লষ্টিদরে প্রত্যাশা, প্রকল্পটি বাস্তবায়তি হলে বাঁওড়রে প্রাকৃতকি সম্পদ সংরক্ষণরে পাশাপাশি স্থানীয় জলেদেরে জীবকিা ও আয় বৃদ্ধরি সুযোগ তরৈি হব।ে মাছরে উৎপাদন অন্তত ১০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য অর্জতি হলে প্রকল্পরে ময়োদ শষে হওয়ার পরও এর সুফল অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা রয়ছে।ে

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।

এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।